গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
মার্কেটিং ও জিনিং শাখা
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

কৃষিই সমৃদ্ধি

নম্বর ১২.০৭.০০০০.১০৮.০৭.০০১.১৫.১৯

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪২৭
০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১

চলতি ২০২০-২১ মৌসুমে বীজতুলা ক্রয় পদ্ধতি

বিষয়: চলতি ২০২০-২১ মৌসুমে বীজতুলা ক্রয় পদ্ধতি অবহিতকরণ প্রসঙ্গে।

চলতি ২০২০-২১ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড মানসম্পন্ন বীজের জন্য চুক্তিবদ্ধ তুলা চাষীদের নিকট হতে বীজ উপযোগী মানসম্পন্ন বীজতুলা ক্রয় করবে। এ বীজতুলা জিনিং করে প্রাপ্ত বীজ পরবর্তী মৌসুমে বপনের জন্য তুলা চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তুলার ফলন, জাত এবং বীজের মান ও বিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল বিধায় সংশ্লিষ্ট সকলকে মানসম্পন্ন বীজতুলা ক্রয় নিশ্চিত করতে হবে। মানসম্পন্ন বীজতুলা ক্রয় শেষ হওয়ার পর শুধুমাত্র প্রয়োজনবোধে সদর দপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণপূর্বক সাধারণ মানের বীজতুলা ক্রয় করা যাবে। বীজতুলা ক্রয়কালে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

১। বীজতুলা ক্রয়/সংগ্রহের সার্বিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনিং সংশ্লিষ্ট কটন ইউনিট অফিসার এর মাধ্যমে বীজতুলা ক্রয় করবেন এবং সংশ্লিষ্ট তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা বীজতুলা ক্রয়ের কাজ তদারিক করবেন। ক্রয়কৃত বীজতুলা সংগ্রহকালে সংশ্লিষ্ট সহকারী বীজতুলা সংগ্রহ ও জিনিং কর্মকর্তা (এজিও) বীজতুলার মান যাচাই করে গ্রহন করবেন। সংশ্লিষ্ট বীজ উৎপাদন বিশেষজ্ঞ/দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ বীজের জন্য বীজতুলা ক্রয়ের কার্যক্রম বিশেষভাবে তত্তাবধান করবেন ।

২। তুলা উন্নয়ন বোর্ড মূলতঃ উন্নতমানের বীজের জন্য বিশুদ্ধ জাতের বীজতুলা ক্রয় করবে ।

৩। তুলা উন্নয়ন বোর্ড বীজের জন্য বীজ উৎপাদন ব্লকভুক্ত চুক্তিবদ্ধ বীজ উৎপাদনকারী চাষিদের নির্ধারিত জমিতে উৎপাদিত মানসম্পন্ন বীজ উপযোগী বীজতুলা ক্রয় করবে। বীজতুলার জাতগত বিশুদ্ধতা ন্যূনপক্ষে ৯৮% হতে হবে । এর চেয়ে নিম্নমানের বা কম বিশুদ্ধতা সম্পন্ন বীজতুলা বীজের জন্য ক্রয় করা যাবে না। বীজের জন্য বীজতুলা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সকল পর্যায়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে । জাতের মিশ্রন রোধ এবং বীজের গুণগত মান নিশ্চিত করার স্বার্থে বীজের জন্য বিভিন্ন ইউনিটে ক্রয়কৃত বীজতুলা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন, জিনিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে হবে। ক্রয়কৃত বীজতুলার আর্দ্রতার নির্ধারিত হার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী বীজতুলা সংগ্রহ ও জিনিং কর্মকর্তা এবং তলা উন্নয়ন কর্মকর্তাকে বিশেষভাবে ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে।

৪। চুক্তিবদ্ধ চাষিদের বীজ উৎপাদন ব্লকভূক্ত নির্ধারিত জমিতে তুলাগাছের মাঝামাঝি অংশ থেকে উঠানো উন্নত মানের বীজতুলা ক্রয় করতে হবে। উৎপাদিত মোট বীজতুলার ৭৫-৮০% বীজতুলা বীজের জন্য ক্রয় করা যাবে । অবশিষ্ট বীজতুলা সদয় দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে অবীজ হিসেবে ক্রয় করা যেতে পারে।

৫। ভালভাবে শুকানো, পরিপক্ক, স্বাভাবিক রং এর এবং পোকা-মাকড়ের আক্রমন বিহীন বীজতুলা ক্রয় করতে হবে। রোগাক্রান্ত জমিতে উৎপাদিত বীজতুলা কোন অবস্থাতেই বীজের জন্য ক্রয় যাবে না।

৬। সদর দপ্তরের পূর্বানুমতি এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে সাধারণ চাষিদের উৎপাদন বীতুলা ক্রয় করা যাবে ।

৭। প্রত্যেক ক্রয় কেন্দ্রে ক্রয়যোগ্য মানের বীজতুলার নমুনা রাখতে হবে। যাতে তুলা চাষিদেরকে সহজেই বীজতুলার মানসম্পর্কে বুঝানো যায়।

৮। সংশ্লিষ্ট কটন ইউনিট অফিসার সঠিক জাত, ওজন ও গুণগত মানসম্পন্ন বীজতুলা ক্রয় এবং ইউনিটে সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন । এ বিষয়ে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেলে সংশ্লিষ্ট তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা ও প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নেবেন ।

৯। বীজতুলা ক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি ইউনিটে একটি ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি থাকবে। প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ইউনিটের কটন ইউনিট অফিসার এবং ২জন নেতৃস্থানীয় তুলা চাষির সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠন করবেন। কটন ইউনিট অফিসার কমিটির আহবায়ক থাকবেন। সংশ্লিষ্ট সিডিও, সিসিডও, বীজ উৎপাদন বিশেষজ্ঞ ও উপ-পরিচালক নিরিড়ভাব মাঠ পরিদর্শন করে ক্রয় কাজ তত্ত্বাবধান করবেন।

১০। গ্রোয়ার্স কার্ড দেখানো ছাড়া কোন বীজতুলা (বীজের জন্য) ক্রয় কারা যাবে না। উক্ত কার্ডে ইউনিট অফিসে রক্ষিত রেজিষ্টারে রেকর্ডকৃত সম্ভাব্য ফলন উল্লেখপূর্বক পূর্বেই কটন ইউনিট অফিসার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সীল স্বাক্ষর থাকতে হবে। এক তুলচাষি যাতে অন্য তুলা চাষির বীজতুলা বিক্রয় করতে না পারে সেজন্য উক্ত কার্ডে উল্লিখিত সম্ভাব্য উৎপাদনের ১০% এর বেশী তারতম্য লক্ষ্য করা গেলে সংশ্লিষ্ট সিডিও, সিসিডও এবং বীজ উৎপাদন বিশেষজ্ঞ তা সরেজমিনে যাচাই করে নিশ্চিত হওয়া পর পরবর্তী অবস্থা নেবন ।

১১। কোন অবস্থাতেই ফড়িয়াদেডর নিকট থেকে বীজতুলা ক্রয় করা যাবে না ।

১২। বীজতুলা ক্রয় কেন্দ্রে সপ্তাহের কোন একটি নির্দিষ্টি দিনে মানসম্পন্ন বীজ ব্লকের চাষিদের বীজতুলা আনতে বলতে হবে।

১৩। চাষী বীজতুলা ক্রয় কেন্দ্রে আনার পর ক্রয়কারী কর্মকর্তা তা চটে বা ত্রিপলের উপর ছড়িয়ে দিবেন এবং কর্মকর্তা উক্ত বীজতুলার মান ও গুনাগুন পরীক্ষা করে দেখবেন। পরীক্ষার পর গ্রহণযোগ্য মানের ভিত্তিতে ক্রয়ের নিশ্চয়তা দেয়ার পর তুলা উন্নয়ন বোর্ডের চটের বস্তায় বীজতুলা ভর্তি করে ওজন যন্ত্রে মাপ দেবেন। ওজনের পর বস্তার গায়ে ইউনিটের নাম, জাত, রশিদের নম্বর ও ওজন লিখে গুদামজাত/ট্রাকে উঠাতে হবে। সংশ্লিষ্ট সিডিও বীজতুলা ক্রয়কালে মান নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৪। বীজের জন্য ক্রয়কৃত বীজতুলা পরিস্কার নতুন চটের বস্তায় রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই পলিথিন/প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তা ব্যবহার করা যাবে না। বীজতুলার বস্তার গায়ে দুই পাশেই লাল কালি দিয়ে জাতের নাম, ব্লকের নাম, চাষি নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও বীজতুলার পরিমান এবং বড় অক্ষরে দুই পাশেই লাল কালি দিয়ে বীজের জন্য কথাটি লিখতে হবে। সংরক্ষণ, পরিবহন, জিনিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কালে বীজতুলা বা প্রাপ্ত বীজ যাতে কোন ভাবেই মিশ্রিত না হয় সেজন্য সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সাধারন চাষিদের অবীজ বীজতুলার বস্তার গায়ে একপাশে কালো কালি দিয়ে উপরোক্ত তথ্যাবলী লিখে রাখতে হবে।

১৫। যদি কোন কারণে ক্রয় দিবসে সিডিবি'র ট্রাকে বীজতুলা জিনিং কেন্দ্রে পরিবহন সম্ভব না হয় তাহলে ইউনিট গুদামে যে পরিমান বীজতুলা সংরক্ষণ সম্ভব কেবলমাত্র সে পরিমান বীজতুলা ক্রয় করতে হবে। পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে অস্থায়ীভাবে গুদাম ভাড়া করা ট্রাকে বীজতুলা পরিবহন করা যাবে না।

১৬। প্রত্যেক ক্রয় মেমোর চার কপি করতে হবে এবং তাতে চাষির রেজিষ্টেশন নম্বর ও গ্রোয়ার্স কার্ডের নম্বর উল্লেখ করতে হবে। প্রতি কেন্দ্রে একটি বীজতুলা ক্রয় রেজিষ্টার খুলতে হবে। প্রতিদিন ক্রয়ের পরেই যথাযথভাবে তা পূরণ করতে হবে। প্রত্যেক মেমোতে সনাক্তকরণ বা মান নির্ধারণমূলক স্বাক্ষর থাকতে হবে। প্রতি মেমোর এক কপি ইউনিট অফিসে রেকর্ডের জন্য থাকবে।

১৭। বীজতুলার মূল্য চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। চেকের মুড়িতে উল্টা দিকে বীজতুলার পরিমান উল্লেখ পূর্বক চাষির স্বাক্ষর বা টিপসই রাখতে হবে। মূল্য পরিশোধের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সিডিওকে বীজতুলার মান ও ওজন সমন্ধে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে। চাষি তুলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে কোন ঋণ নিয়ে থাকলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নির্ধারিত হারে সুদসহ ঋণের সমুদয় টাকা কর্তন করে বীজতুলার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

১৮। যদি কোন কারণে ক্রয় দিবসে বীজতুলার মূল্যের চেক না দেয়া যায় তা হলে ক্রয় রশিদে তুলার মোট ওজন ও মূল্য লিখে অপর পৃষ্ঠায় "টাকা ডিউ" শব্দ লিখে স্বাক্ষর ও সীল দিতে হবে এবং যখন টাকা পরিশোধ করা হবে তখন চেক গ্রহণ কারী চাষীর প্রাপ্তি স্বাক্ষর/টিপসই নিয়ে ডিউ টাকা শব্দ × (ক্রস) চিহ্ন দিয়ে কেটে আবার স্বাক্ষর করতে হবে।

১৯। বীজতুলা ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ চাহিদার ভিত্তিতে প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার নামে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মারফত কিস্তিতে প্রদান করা হবে। প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ইউনিট/সাব-ইউনিট পর্যায়ে ব্যাংক শাখার মাধ্যমে চাষিগণকে চেক মারফত বীজতুলার মূল্য পরিশোধ করবেন। প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা এ বাবদ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার মারফত অর্থ নগদে উঠাতে পারবেন না। তুলার মূল্য পরিশোধ ছাড়া অন্যান্য আনুসাঙ্গিক খরচের জন্য আলাদাভাবে বরাদ্দ দেয়া হবে। এক উপ-খাতের অর্থ অন্য উপ-খাতে খরচ করা যাবে না।

২০। তুলা চাষিভাইদের বীজতুলা ক্রয়ের সময় যদি ওজন বা আর্দ্রতা অথবা অন্য কোন বিষয়ে আপত্তি বা মতান্তর (ডিসপিউট) এর উদ্ভব হয় এবং সাথে সাথে নিস্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহলে ঐ বীজতুলা বস্তাবন্দি করে বস্তার গায়ে চাষির নাম, ঠিকানা ও ওজন লিখে বস্তার মুখ সেলাই করে গালার দিয়ে গালার উপর চাষি ভাইদের স্বাক্ষর বা টিপসই রেখে চাষিকে রশিদ দিতে হবে এবং কেন্দ্রের কর্মকর্তা কর্তৃক বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে সিসিডিও কে অবশ্যই জানাতে হবে। এর পর যদি নিস্পত্তি না হয় তবে সিসিডিও সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপ-পরিচালক কে অবহিত করবেন। উপ-পরিচালক সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ফয়সালা করবেন।

২১। চুক্তিবদ্ধ চাষিদের নিকট হতে সঠিক মানের বীজতুলা নির্ধারিত দরে ক্রয় করতে হবে। চাষিকে দর/মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে কোন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে এবং তা সত্য বলে প্রমানিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২২। পুরো মৌসুমের জন্য বীজতুলা ক্রয়ের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক শাখা, বীজতুলা ক্রয়কারী জিনারদের সাথে আলোচনা করে আগেই তৈরি করতে হবে। প্রাইভেট জিনার বা তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বীজতুলা ক্রয়কালে ব্যাংক কর্তৃক মনোনিত কর্মচারীকে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে সহযোগীতা প্রদানের জন্য উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানাতে হবে।

২৩। বীজতুলা ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের তত্বাবধানে থাকবেন মানসম্পন্ন বীজতুলা বাজারজাতকরণ কমিটির সদস্যগণ। তারা এ কার্যক্রম মনিটর করবেন। ক্রয় কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ তাদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখবেন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উ-পরিচালক এবং তাদের অধিনস্থ কর্মকর্তাগণ বীজতুলা ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তা সাথে সাথে নিরসন করবেন।

২৪। অপরিপক্ক ও ভেজা বীজতুলা যাতে ক্রয়/বিক্রয় না করা হয় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকেই সর্তক থাকতে হবে। অপরিপক্ক ও ভেজা বীজতুলা উঠালে ও ক্রয় বিক্রয় করা হলে এর ক্ষতি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে তুলাচাষি ও ব্যবসায়ীদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে।

২৫। প্রত্যায়িতমানের বীজ উৎপাদনকারী চুক্তিবদ্ধ চাষি এবং বিভাগীয় ঋণ আদয়ের স্বার্থে তালিকা ভুক্ত চাষিদের নিকট থেকে নির্ধারিত মানসম্পন্ন বীজতুলা ক্রয় করতে হবে। উক্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপ-পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

২৬। বীজতুলা ক্রয়ের অগ্রগতি ১০ (দশ) দিন অন্তর অন্তর সদর দপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

২৭। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে।

৯-২-২০২১
ড. আলহাজ উদ্দিন আহাম্মেদ
নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)ঃ

১) উপপরিচালক, ঢাকা/রংপুর/যশোর/চট্টগ্রাম

২) প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা/ময়মনসিংহ/রাজশাহী/বগুড়া/ঠাকুরগাঁও।/যশোর/চুয়াডাঙ্গা/কুষ্টিয়া/ঝিনাইদহ/খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান।/রংপুরন

৩) কীটপতঙ্গ বিশেষজ্ঞ, আইসিটি শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড

৪) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), হিসাব শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড